POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।

(আলে ইমরান:১৬০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 50

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 12 ডিসেম্বর, 2019 14 রবিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আমাদের নবী করীম (সা.)-যে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলেন তার নজির এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, আর না কিয়ামত পর্যন্তও পাওয়া যেতে পারে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর খোদার দাসত্ব স্বীকার

কুরআন করীম পড়ে দেখ আমাদের নবী করীম (সা.)-যে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলেন তার নজির এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, আর না কিয়ামত পর্যন্তও পাওয়া যেতে পারে। অতঃপর দেখ নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও খোদার বান্দেগীকে দৃঢ় ভাবে ধরে রেখেছেন আর বারং বার إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আল কাহাফ: ১১১) দাবি করেছেন। এমনকি একত্ববাদের বাণীতেও তাঁর বান্দেগীর স্বীকারুক্তিকে অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেটি ছাড়া একজন মুসলমান মুসলমান হিসেবেই গণ্য হতে পারে না। চিন্তা করো, বারংবার চিন্তা করে দেখ! অতএব, অন্য কারো কথা চিন্তা করা বা এমন বিষয়কে হৃদয়ে স্থান দেওয়াই অনর্থক, যে পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ পথ-প্রদর্শকের জীবন পদ্ধতি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, খোদার নৈকট্যের পরম মার্গে উপনীত হয়েও তিনি নিজের বান্দেগীর স্বীকারুক্তি ত্যাগ করেন নি।

ঐশী শক্তি দুই প্রকারের

এবিষয়ে সন্দেহ নেই আর কেউ একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লার কুদরত অসীম ও অনন্ত, সংখ্যায় আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। মানুষ যে পরিমাণ ভক্তি ও সাধনা করে, সেই অনুপাতেই সে খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়, সেই অনুসারেই এই ঐশী কুদরতের একটি রঙ তার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তার সামনে ঐশী কুদরতের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। এই বিষয়টি বর্ণনা করারও সমীচীন হবে যে, ঐশী কুদরতও দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটি সম্পর্ক রাখে খোদার সৃষ্টিজগতের সঙ্গে, অপরটি খোদার নৈকট্যের সঙ্গে। নবীগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কুদরত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই সৃষ্টির প্রকারের সঙ্গে যা يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ (ফুরকান:৮) রূপে হয়ে থাকে। সুস্থ রাখা বা রোগব্যাধি দেওয়া তাঁরই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আরও একটি কুদরত তাঁদের সামনে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'লার এমন নৈকট্য তাঁদের লাভ হয় যে তারা ঐশী সম্ভাষণ ও সম্বোধন লাভ করতে থাকেন, এমনকি তাদের দোয়া গৃহীত হতে থাকে।কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না। আর এখানেই শেষ নয়, কেবল ঐশী সম্ভাষণ ও সম্বোধনের অধিক এমন মুহূর্তও আসে যখন কিনা ঈশ্বরত্বের আচ্ছাদন তাকে আবৃত করে ফেলে এবং খোদা তা'লা নিজ সত্তার নানান নিদর্শন তার দ্বারা প্রকাশ করেন। এই নৈকট্য ও সম্পর্কের যথোচিত উপমা হল যেভাবে লোহাকে আগুনে রেখে দিলে সেটি উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল লাল রঙের জ্বলন্ত আগুনে পরিণত হয়। সেই সময় তাতে আগুনের মতই আলো বিচ্ছুরিত হয়, এবং এর মধ্যে দহন শক্তি থাকে যা আগুনেরই বৈশিষ্ট। যাইহোক, এসব কিছু সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট যে সেই লৌহ খণ্ডটি নিজে আগুন বা আগুণের টুকরো নয়।

যে স্তরে আল্লাহর নৈকট্যভাজনদের দ্বারা ঐশী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়।

অনুরূপভাবে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনরা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে ঐশী রঙ-রূপ মানবীয় বৈশিষ্টকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ঠিক যেরূপে আগুন লোহাকে নিজের মধ্যে এমনভাবে গিলে ফেলে যে, বাহ্যত আগুন ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অনুরূপভাবে পবিত্র আত্মাও খোদার রঙে রঙীন হয়ে ওঠে।

সেই সময় তার দ্বারা দোয়া ও প্রার্থনা ছাড়াও এমন সব কর্ম সংঘটিত হয় যা নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণ রাখে। তার মুখ নিঃসৃত কথা বাস্তবের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। আঁ হযরত (সা.)-এ হাত ও মুখ দ্বারাও যে এমন সব সংঘটিত হয়েছে সেকথা কুরআন মজীদে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। যেরূপ বলা হয়েছে مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى। (আনফাল:১৮) অনুরূপভাবে 'শাক্কুল কামার' -এর নিদর্শন এবং বহু অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করে দেওয়া প্রমাণিত সত্য। কুরআন শরীফে আমাদের নবী (সা.)-এ সম্পর্কে যে একথা বর্ণিত হয়েছে যে- مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (আন নজম:৪) যা তাঁর প্রবল ও অত্যুচ্চ নৈকট্যের দিকে ইঙ্গিত করছে আর এটি তাঁর পরম পবিত্রতা ও ঐশী নৈকট্যের একটি প্রমাণ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মোমেন বান্দার হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ হয়ে ওঠেন। এর অর্থ এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঐশী নির্দেশের আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে, যেন ঐশী যন্ত্রের দ্বারা সময়ে সময়ে ঐশী ক্রীয়াকাণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে কিম্বা এর উপমা একটি স্বচ্ছ আয়নার যার মধ্যে খোদার সমস্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে প্রকাশ পায় বা বলা যেতে পারে এই অবস্থায় সে নিজের মনুষ্যত্বের খোলস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বেরিয়ে আসে। যেমন মানুষ যখন কথা বলে তখন তার হৃদয়ে এই বাসনা জন্মে যে লোকেরা তার বাগ্মিতা ও ভাষার দক্ষতার প্রশংসা করুক। কিন্তু খোদার নৈকট্যভাজন এই মানুষেরা তাঁর নির্দেশে কথা বলে যখন তাদের অন্তরে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি তরঙ্গ এসে সেই উচ্ছ্বাসকে প্রশমিত করে দেয়, আর সে তখন নিজের কণ্ঠ ও বাকশক্তি বিলুপ্ত হয়ে ঐশী নিয়ন্ত্রণাধীনে কথা বলে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ১০০-১০৩)

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কোনও আনসার এমন না থাকে যিনি নিজে পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়ে অবহেলা করেন

এখন তাকওয়ায় উন্নতি তারাই করবে যারা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তারা পাপ থেকে মুক্তি পাবে যারা খিলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করবে।

এটি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যুগ খলীফাকে নিকটবর্তী করে দেওয়ার জন্য এম.টি.এর মাধ্যমও দিয়েছেন। আপনারা সমস্ত খুতবা, বিভিন্ন ভাষণগুলি সরাসরি শুনতে পারবেন। এর জন্য নিজেকে এবং পরিবারকেও এম.টি.এর সঙ্গে যুক্ত করুন, ভালকথা গুলি শুনুন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করুন

ভারতের মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা (২০১৯ সাল) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বার্তা

ভারতের আনসারুল্লাহ্‌র প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমুতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহুহ।

আলহামদোলিল্লাহ আপনারা এবছরও নিজেদের বাৎসরিক ইজতেমার আয়োজন করার তৌফিক লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত আনসারকে এই আশিসময় মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। তাই আমি আপনাদেরকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আপনারা যুগের ইমামকে মান্য করেছেন এবং তাঁর পরে খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে এর আশিসরাজি লাভ করছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারবার নিজের জামাতকে তাকওয়ায় উন্নতি করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং তা অর্জনের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন-

"একটি জরুরী কথা এই যে, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। মানুষ নিজে থেকে উন্নতি করতে পারত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি জামাত ও একজন ইমাম থাকে। মানুষের মধ্যে যদি নিজে থেকে উন্নতি করার শক্তি থাকত, তবে নবীগণের প্রয়োজন হত না। তাকওয়ার জন্য এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন যার মধ্যে আকর্ষণ থাকবে, যে দোয়ার মাধ্যমে আত্মাসমূহকে পবিত্র করবে। দেখ এত সব শাসক অতিবাহিত হয়েছে, কেউ কি পুণ্যবানদের কোনও জামাতও তৈরী করেছে। মোটেই না, এর কারণ ছিল তাদের মধ্যে আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) কিভাবে তৈরী করলেন? আসল কথা হল খোদা তা'লাকে যাকে প্রেরণ করেন, তার মধ্যে একপ্রকার সঞ্জীবনী উপাদান থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যে উন্নতি করে তা এই সঞ্জীবনী শক্তির কারণেই। এর দ্বারা পাপের বিষ দূরীভূত হয়। আর তার উপরেও কল্যাণের ধারাপাত আরম্ভ হয়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২৬-৬২৭)

আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণদাস এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সত্তা মসীহ মওউদ ও মাহদীকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর উত্তরাধিকার রূপে খিলাফতের চিরন্তন ধারার প্রবর্তন করেছেন। এখন তাকওয়ায় উন্নতি তারাই করবে যারা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তারা পাপ থেকে মুক্তি পাবে যারা খিলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যুগ খলীফাকে নিকটবর্তী করে দেওয়ার জন্য এম.টি.এর মাধ্যমও দিয়েছেন। আপনারা সমস্ত খুতবা, বিভিন্ন ভাষণগুলি সরাসরি শুনতে পারবেন। এর জন্য নিজেকে এবং পরিবারকেও এম.টি.এর সঙ্গে যুক্ত করুন, ভালকথা গুলি শুনুন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করুন। যাতে এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার যে অভিপ্রায় রয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম জয়যুক্ত হয় এবং পৃথিবী এক ও অভিন্ন সত্তার মত এই একত্ববাদের সূত্রে গ্রোথিত থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"খোদা তা'লা চান এশিয়া হোক কিম্বা ইউরোপ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী যে সব পুণ্যাত্মা রয়েছে তাদেরকে তৌহিদের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং নিজ বান্দাদের একত্রিত করতে। এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রায় যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

অতএব খিলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, খিলাফতের সঙ্গে ইবাদতের বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। ইবাদত কি? নামাযই তো ইবাদত, যেখানে মোমেনদেরকে আন্তরিক প্রশান্তি এবং খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার ঠিক পরের আয়াতে 'আকিমুস সালাত-'এর আদেশও দেওয়া হয়েছে। অতএব আন্তরিক প্রশান্তি লাভ এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনার কল্যাণ লাভের জন্য প্রথম শর্ত হল নামায কায়েম কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'নামাযের থেকে উত্তম কোনও ইবাদত নেই। কেননা এতে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ঘোষণা, ইসতেগফার,, এবং দরুদ রয়েছে। সমস্ত ইবাদতের সমষ্টি হল নামায। এর দ্বারা সকল দুঃখ ও বেদনা দূরীভূত হয় এবং সমস্যার সমাধান হয়। আঁ হযরত (আ.) যখনই কষ্ট পেতেন, তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই জন্য বলা হয়েছে- 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব'। হৃদয়ের প্রশান্তির জন নামাযের থেকে ভাল মাধ্যম আর নেই।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১)

স্মরণ রাখবেন, নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনিবার্য। কুরআন করীম এবং হাদীসে এর উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনও আনসার এমন না থাকে যিনি নিজে পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়ে অবহেলা করেন। আল্লাহ্ তা'লা কর্মগত সংশোধন পছন্দ করেন আর তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন যারা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদের প্রতি যত্নবান থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" খোদা তা'লা চান কর্মের বিষয়ে সততা দেখাও, যাতে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন। দয়া, নৈতিকতা, অনুগ্রহ, পছন্দীয় কাজ, সহানুভুতি এবং বিনম্রতায় যদি ঘাটতি থাকে তবে আমি বারবার বলেছি, সর্বপ্রথম এমন জামাতই ধ্বংস হবে। মূসা (আ.)-এর সময় তাঁর জাতি যখন খোদা তা'লার আদেশকে অগ্রাহ্য করল, তখন হযরত মূসা (আ.) বিদ্যমান থাকতেও তাদেরকে বজ্রাঘাতে ধ্বংস করা হল।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১২)

আপনারা সৌভাগ্যবান যে প্রতিববছর ইজতেমার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় জনপদে একত্রিত হয়ে থাকেন। এটি অত্যন্ত আশিসমণ্ডিত সময়। এই সময় দোয়া এবং যিকরে ইলাহিতে রত থাকুন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সমধিক কল্যাণ ও কৃপা নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরুন এবং এই পুণ্যময় প্রভাবকে দীর্ঘকাল নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এই সব উপদেশাবলীর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

ওয়াসসালাম খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

৯পাতার পর.....

শেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উপদেশ উপস্থাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন

"কোরআনের তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থের উন্মোচন হচ্ছে, ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে, খোদতা'লা ইসলামের সৌন্দর্য ও জ্যোতি ও বরকত নতুনভাবে প্রকাশ করছেন। যার দেখার চোখ আছে দেখুক, আর যার মধ্যে প্রেরণা আছে সে অনুসন্ধান করতে থাকুক আর যার মধ্যে বিন্দুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের ভালোবাসা বিদ্যমান সে দন্ডায়মান হোক, পরীক্ষা করুক এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় জামতের অন্তর্ভুক্ত হোক। যার ভীত খোদাতা'লা নিজ হাতে রচনা করেছেন এবং একথা বলা যে, এখন ওহী বন্ধ হয়ে গেছে আর নিদর্শন প্রকাশ হতে পারে না আর দোয়াও কবুল হয় না, এসব হল ধ্বংসের পথ, আদৌ নিরাপদ নয়। আল্লাহর ফযলকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। দন্ডায়মান হও ও যাঁচাই করো। তাও যদি মনে হয় আমি তুচ্ছ জ্ঞান রাখি তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন বাজে কথা বলছি তাহলে আমাকে মেনো না। কিন্তু যদি ঐশী নিদর্শন দেখে থাকো আর সেই হাতের ছোঁয়া পাও যা সত্যবাদীরা ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপকারীরা পেয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করে নাও। (বারাকাতুত্‌দোয়া, রুহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা ঋণ রাখেন না বরং বর্ধিত আকারে ফেরত দেন

আল্লাহ্ তা'লার পথে নেক উদ্দেশ্যে পবিত্র সম্পদ থেকে যা ব্যয় করা হয় তা হাজার গুণ অধিক হারেও লাভ হতে পারে এবং লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিনের পরিচয়ই এটি বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে খরচ করে।

আল্লাহ্ তা'লা কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন না, মানুষই বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে, অপকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অবাধ্যতা করে নিজের প্রতি অবিচার করে আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে অদ্ভুত ধর নের লোক আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যাদের আদর্শ দেখে তিনি (আ.) নিজ জীবদ্দশাতেই বলেছেন, আমি অবাক হই যে, মানুষ কীভাবে কুরবানী করে থাকে।

আল্লাহতায়ালা তাদের ধনসম্পদ ও ঈমানে অনেক বরকত দান করুন।

তাহরীকে জাদীদের ৮৫ তম বছরের সমাপ্তি এবং ৮৬তম বছরের সূচনার ঘোষণা

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর জামা'তকে যে ত্যাগ স্বীকার করার সৌভাগ্য দিয়েছেন আর যেভাবে জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করে থাকে- এটি আল্লাহ্তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন সাথে না থাকলে তা কখনই সম্ভব হতো না। আল্লাহ্তা'লা-ই হৃদয় পরিবর্তন করে থাকেন আর আল্লাহ্তা'লা-ই স্বয়ং তাদের অন্তরে কুরবানি করার প্রেরণা সৃষ্টি করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত ছোটবড় আহমদীদের হৃদয়ে কোরবানীর চেতনা আল্লাহ্ তা'লাই সঞ্চার করেন। আর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরকম উদাহরণ দেখে বুঝতে পারবে যে, এটা হযরত মসীহ্ মওউ দ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ

ওসৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, ম র্ন থেকে প্রদত্ত ৮ নভেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১ নবুয়্যত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ
وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

(সূরা বাকারা: ২৮২)

এর অর্থ হলো, তাদেরকে পথপ্রদর্শন করা তোমার দায়িত্ব নয়। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। আর যে উত্তম সম্পদই তোমরা খোদার পথে ব্যয় কর না কেন, প্রকৃত বিষয় হলো তোমরা এরূপ ব্যয় কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাক। অতএব এর উপকারও তোমাদের নিজেদেরই হবে। আর যে উত্তম সম্পদই তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদেরকে পুরোপুরি ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এখানে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, হেদায়েত দেওয়া, সঠিক পথের পানে নিয়ে যাওয়া, অথবা কাউকে সেই পথে পরিচালিত করা যা সঠিক দিকে বা প্রকৃত গন্তব্যের দিকে যায় এবং এরপর সেই হেদায়েত ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো আর পথ হারানো থেকে রক্ষা করা এবং পরিণতি শুভ করা– এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার কৃপার ওপর নির্ভরশীল এবং এটি আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। আমরা কাউকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করতে পারি ঠিকই, কিন্তু এটি আবশ্যক নয় যে, অবশ্যই তাকে সেই পথে পরিচালিতও করতে পারব আর এরপর তাকে তাতে প্রতিষ্ঠিতও রাখতে পারব। এই কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে নিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই পথে চলার চেষ্টার পাশাপাশি দোয়াও করে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সে লক্ষ্যস্থলেও পৌঁছতে পারে। অতএব শুভ পরিণতির জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন হেদায়েত লাভের পর হেদায়েতের পথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলার চেষ্টা করার পাশাপাশি তাঁর কাছে দোয়াও করতে থাকি, তাঁর কাছে দোয়া করে- এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর কৃপা যাচনা করতে থাকি । আর আমাদের দুর্বলতা যেন কখনো আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন তা হলো, তোমরা উত্তম সম্পদ থেকে যা-ই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ আর যে উত্তম সম্পদই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় কর তার উপকার তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্ তা'লা ঋণ রাখেন না বরং বাড়িয়ে ফেরত দেন, ঠিক সেভাবে যেভাবে এক কৃষক যখন ক্ষেতে বীজ বপন করে তখন কোন অজ্ঞ ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষ বলতে পারে যে, এটি সে কী করল, সব বীজ মাটিতে ফেলে নষ্ট করল। কিন্তু বুদ্ধিমানরা জানে যে, এই শস্যদানা, যা জমিতে ফেলা হয়েছে তা বহু হাজার বরং লক্ষ-কোটি শস্যদানায় রূপান্তরিত হতে পারে, যদি না সেই ফসল দুর্যোগ কবলিত হয়

এবং সে কোন কিছু না পায়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার পথে নেক উদ্দেশ্যে পবিত্র সম্পদ থেকে যা ব্যয় করা হয় তা হাজার গুণ অধিক হারেও লাভ হতে পারে এবং লাভ হয়। আহমদীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠায় আর এই কথা জানায় যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করেছি আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বাড়িয়ে দান করেছেন। কিছু লোক দুর্বল ঈমানের হয়ে থাকে, নবাগতও কিছু থেকে থাকে, তারাও পরীক্ষা করে যে, দেখি তো এ কথা কতটা সঠিক যে, আল্লাহ্ তা'লা বাড়িয়ে দান করেন?এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিতও করেন। কিন্তু অধিকাংশ (মানুষই) এমন যারা আল্লাহ্ তা'লার এ কথা বুঝেন যে, وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ অর্থাৎ আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর তা আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই খরচ কর। তারা ধর্মে র প্রয়োজনার্থে যা ব্যয় করে তা আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্টি লাভের জন্য খরচ করে। আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিনের পরিচয়ই এটি বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে খরচ করে। আর নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে খরচ করে। এরপর এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে খরচ করে (তারা) আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদের কুরবানী গ্রহণ করে তাদেরকে (তা) ফেরত দেন তা তারা অবলোকন করে; এ বিষয়টি তাদেরকে ঈমানের আরো সমৃদ্ধ করে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ঋণ রাখি না। তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় নিজেদের পবিত্র সম্পদ থেকে আমার ধর্মের খাতিরে, আমারই নির্দেশে ব্যয় কর তাই আমিও তোমাদের বর্ধিত করে ফেরৎ দেব, কিন্তু শর্ত হলো; সম্পদ পবিত্র হতে হবে। অতএব, উন্নত দেশে বসবাসকারীরা বিশেষভাবে এ বিষয়ের প্র তি লক্ষ্য রাখুন যেন সৎ জীবিকা উপার্জন করা হয়। অধিক উপার্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রতারিত করবেন না, অর্থাৎ উপার্জন করবেন আর মিথ্যা বলে সরকারী ভাতাও নিবেন (এমন যেন না হয়)। এমন মানুষ সরকারের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থও গ্রহণ করে আরকর যা সরকারের প্রাপ্য আর প্রত্যেকনাগরিকের জন্য অব্যশ প্রদেয় তা-ও প্রদান করে না; এরা অন্যদের অধিকারও হরণ করে আর সেই অর্থ, যা অন্যভাবে দেশের উন্নয়নে ব্যয় হতে পারে, সেক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভুল কথা বলে মিথ্যা (বলার) অপরাধ করে। আর এসব কিছুই ভুল এবং পাপ আর পবিত্র সম্পদ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

এরপর পবিত্র সম্পদ ব্যায়ের ক্ষেত্রে আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, বিভিন্ন অন্যায় পন্থা অবলম্বনে উপার্জিত সম্পদও রয়েছে। সেসব কাজের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদও পবিত্র সম্পদ নয় কেননা সেসব কাজ করতে আল্লাহ্তা'লা বারণ করেছেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি পবিত্র সম্পদের কুরবানীকে, যা আমার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে করা হয়, তা শুধু গ্রহণই করি না বরং يُوَفَّ إِلَيْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের পুরোপুরি ফিরিয়ে দিই। বিভিন্ন মাধ্যমে ফিরিয়ে দিই। আল্লাহ্ তা'লা কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন না, মানুষই বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে, অপকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অবাধ্যতা করে নিজের প্রতি অবিচার করে আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপাধন্য এমন হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ আহমদী রয়েছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এবং বুৎপত্তি রাখেন। তাদের মধ্য হতে কয়েকজনের দৃষ্টান্ত আজ আমি বর্ণনা করব। কুরবানী বা ত্যাগের এই দৃশ্য আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই প্রত্যক্ষ করছি, বিভিন্ন ঘটনা আমরা পড়ে থাকি আর আজও আমরা দেখতে পাই, এগুলো শুধু পুরনো দিনের কথাই নয় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে কীরূপ কুরবানী ও ত্যাগ আহমদীরা স্বীকার করেন। আজকের খুতবায় তাহরীকে জাদীদ-এর নববর্ষেরও ঘোষণা হবে, তাই এর বরাতে আমি কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করব।

সিয়েরালিওন থেকে লোনসো অঞ্চলের একজন মুবাল্লিগ লিখেন যে, একজন নবাগত আহমদী হচ্ছেন কামারা সাহেব। তাকে যখন তাহরীকে জাদীদ এর গুরুত্ব এবং চাঁদার কল্যাণরাজি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন এই নবআহমদীআম-চাঁদ প্রদান করার পাশাপাশি তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদাও পরিশোধ করেন। তার কাছে সামান্য অর্থ অবশিষ্ট রয়ে যায়, তিনি দরিদ্র মানুষ ছিলেন, সেই অর্থ দিয়ে মাসিক চাল ক্রয় করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই অর্থও তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, কয়েক দিন পরই তিনি পুনরায় আসেন এবং বলেন, আমি যেদিন তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছিলাম তার পরদিন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান আমাকে জানায় যে, আমরা তোমার তোমাকে নুতন ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগে বদলি আর নতুন ডিপার্টমেন্টে বেতনও দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশি। তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেন এবং কল্যাণ দান করেন বলে আমি শুনেছিলাম আল্লাহ তা'লা সেসব কল্যাণের একটি ঝলক আমাকেও দেখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমি প্রতি মাসে আম-চাঁদার পাশাপাশি তাহরীকে জাদীদের চাঁদাও আদায় করবো।

এরপর সিয়েরালিওনের পোর্ট লোকো অঞ্চলের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। দেখুন, দারিদ্র্য বা অভাব-অনটন সত্ত্বেও যারা (আর্থিক) কুরবানী করে আল্লাহ্তা'লা তাদের কীভাবে পুরস্কারে ভূষিত করেন অধিকন্তু এ বিষয়টি তাদের ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ হয়ে যায়! মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, ঘটনার বিবরণ হলো সান্ডামাবলান তোরো নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের এক আহমদী হলেন মুহাম্মদ সাহেব। তাহরীকে জাদীদ খাতে যে পরিমাণ চাঁদা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন তা তার পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয় নি। বছর যখন শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে,তিনি বলেন, তখন আমার কাছে কয়েক কাপ চাউল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। অর্থাৎ এক দেড় কিলোগ্রাম চাউল হবে হয়ত। তিনি সেই চাউল বিক্রি করে ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে দেন। তিনি বলেন, এর পরদিন আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় এক বস্তা চাউল এবং কিছু টাকা উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে পাঠান। তিনি বলেন, এতে আমার ঈমান অনেক দৃঢ় হয়েছে। আমি মাত্র কয়েক কাপ আল্লাহ্র রাস্ত ায় দিয়েছিলাম আর আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে আমাকে একশ' কেজি দান করেছেন, সেই সাথে কিছু অর্থও দান করেছেন।

এরপর গিনি বাসাউ-এর মুবাল্লেগ সাহেব যে ঘটনা লিখেছেন তাতেও গরীবদের কুরবানীর উন্নত মান এবং আল্লাহ্ তা'লা তা দের ঈমানকে কীভাবে উজ্জীবিত করেন তা বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেন, কবোডো জামা'তের সদস্য দিয়ালু সাহেবকে যখন তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পকেটে হাত দিয়ে পকেটে যে এক হাজার সীফা ছিল তা তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসাবে আদায় করে দেন আর বলেন, এই টাকা নিয়ে আমি আমার সন্তানদের জন্য খাবার কেনার নিমিত্তে বাজারে যাচ্ছিলাম। চাঁদা দেওয়ার পর তিনি ঘরে ফিরে যান কিন্তু এখন ঘরে আর কোন টাকা অবশিষ্ট ছিল না। তিনি মাছ ধরতেন; তাই তিনি মাছ ধরার বড়শি নিয়ে মাছ ধরার জন্য চলে যান যেন সন্তানদের খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। (মাছ ধরার জন্য তিনি বড়শি নয় বরং জাল ব্যবহার করতেন) তিনি বলেন, আমি মাছ ধরার জন্য যখন জাল ফেলি তখন আল্লাহ তা'লা এক ঘন্টার মধ্যেই ৭৩ কেজি মাছ দিয়ে আমার জাল ভরে দেন। সাথের অন্যান্য জেলেরা এ দৃশ্য দেখে বলে যে, তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান, এক ঘন্টার মধ্যেই তুমি যত মাছ পেয়েছ, সারা রাতেও আমরা এত মাছ পাই না। তিনি বলেন, তখন আমি এই চিন্তা করেছি আর বলেছি যে, এক ঘণ্টা পূর্বে আমি আমার যত টাকা ছিল সব তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিয়েছিলাম, এটি তারই বরকত বা কল্যাণ। এরপর তিনি পুনরায় মিশন হাউজে আসেন এবং পুনরায় চাঁদা প্র দান করেন কেননা আয় বেশি হয়েছে । এরা দরিদ্র্য কিন্তু এদের মন অনেক বড়। আল্লাহ্ তা'লা যখন দান ক রেন তখন মন সংকীর্ণ হয়ে যায় না বরং তারা পুনরায় দান করে যেন আল্লাহ্ তা'লা আরো পুরস্কার দেন।

এরপর কঙ্গো থেকে আমীর সাহেব লিখেন, বান্দোন্দু অঞ্চ লের স্থানীয় মুয়াল্লেম সাহেব জামা'তের সদস্যদেরকে তাহরীকে জাদীদের বরাতে চাঁদার আহ্বান জানান। আর আমি সকল জামা'তকে এটি বলে রেখেছি যে, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা করুন। আমার এই বার্তা যখন মুয়াল্লেম সাহেব তাদেরকে বলেন তখন গরীব এই গ্রামবাসীদের কাছে চাঁদা দেয়ার মতো কোন টাকা ছিল না, তাই স্থানীয় লোকেরা বলল, যেভাবেই হোক চাঁদা দিতে হবে। এটি ছোট্ট একগ্রাম ছিল; তারা জঙ্গলে

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যায়, কাঠ কাটে, এরপর সেগুলোর কয়লা বানায়। গ্রামে যেহেতু কোন ক্রেতা ছিল না তাই সেই কয়লার বস্তা নিয়ে নৌকায় এক কঠিন সফর করে। কঙ্গো নদীমাতৃক দেশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলপথে সফর করা হয়। তারা নৌকায় এক কষ্টকর সফর করে এবং সেগুলো একটি শহরে নিয়ে আসে আর বিক্রি করে। আর এই বিক্রির মাধ্যমে যে ছিয়ানব্বই হাজার ফ্রাঙ্ক তারা লাভ করে তা গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে অদ্ভুত ধর নের লোক আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যাদের আদর্শ দেখে তিনি (আ.) নিজ জীবদ্দশাতেই বলেছেন, আমি অবাক হই যে, মানুষ কীভাবে কুরবানী করে থাকে।

(আঞ্জামে আথাম পুস্তিকার পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩-এর চয়নকৃত অংশ)

দরিদ্র লোকদের কুরবানীর মান, যা তাহরীকে জাদীদের সূচনায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করতেন যে, কারো কাছে ডিম ছিল, সেই মহিলা দুটি ডিম নিয়ে আসে, কারো কাছে সামান্য টাকা থাকলে তিনি তা নিয়ে এসেছেন, সেই দৃশ্য আজও আমাদের দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ ব্যয় করে। গিনি বাসাউ-এর মুবাল্লেগ লিখেন যে, আমাদের দেশের একটি দূর দূরান্তের অঞ্চল কাপুকারে-র একজন আহমদী মহিলা আছেন। তার বয়স পঞ্চাশ বছর। তিনি বেশ দরিদ্র্য, আয়ের কোন উৎসতার নেই। তিনি লিখেন যে, কিছু দিন পূর্বে সেখানের লোকদের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার জন্য নসীহত করা হয়। তখন সেই মহিলা নিয়্যত করে যে, আমার কাছে আর তো কিছু নেই, ছোট একটি মুরগী আছে, সেটিই পেলে পুষে বড় করব এবং সেটি বিক্রি করে নিজের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিব। কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে সেখানে মুরগীর মহামারী দেখা দেয় এবং তার মুরগীও একদিন অক্রান্ত হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজন বা বাড়ীর লোকেরা বলে যে, তোমার মুরগী তো মারা যাবে, তাই এটি জবাই করে ফেল। তিনি বলেন, না আমি এটি জবাই করব না। তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমার কাছে এই মুরগী ছাড়া আর কিছু নেই। অতএব তুমিই সাহায্য কর এবং এই মুরগী কে রক্ষা কর। তিনি বলেন, পরবর্তী দিন ঘুম থেকে জেগে দেখেন, মুরগী সুস্থ হয়ে গেছে। এরপর মুরগী বড় হলে বিশ দিন পর তিনি তা মুয়াল্লেম সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে এই মুরগী আমার পক্ষ থেকে চাঁদাস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও তাদেরকে (নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন)। মানুষ বলে থাকে যে, আমরা নিদর্শন দেখতে পাই না। যদি দেখতে হয়, আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সঠিক সম্পর্ক থাকে আর পবিত্র নিয়্যত থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনও দেখান। আর এই ছোট ছোট নিদর্শন সমূহ-ইতাদের ঈমান বর্ধনের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার (নিদর্শনমূলক) ব্যবহারের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তানজানিয়ার মারা অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন যে, নিষ্ঠাবান এক আহমদী যুবক রাশেদ হোসেন সাহেবের ছোট একটি মুদি দোকান আছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি তার তাহরীকে জাদীদের পুরো চাঁদা পূর্বেই দিয়ে দিয়েছিলেন। বছরের শেষে মুয়াল্লেম সাহেব যখন নসীহত করেন যে যাদের সামর্থ আছে তারা চাইলে আরও দিতে পারে তখন যদিও তিনি এর আওতায় পড়েন না কেননা সেই দিনগুলোতে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, আর দোকানে কেবল এমন একটি জিনিস ছিল যা অতি শিঘ্র বিক্রি হওয়ারও বাহ্যত কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহোক, তিনি বলেন, আমার কাছে কেবল তিন হাজার শিলিং ছিল, যা

তিনি (চাঁদা হিসেবে) দিয়ে দেন। সেদিন সন্ধ্যায়-ই তিনি মু য়াল্লেম সাহেবের কাছে পুনরায় আসেন এবং বলেন, আমার সাথে অদ্ভুত একটি বিষয় ঘটে গেছে। আমার কাছে এই পরিমাণ অর্থ ছাড়া আর কিছুই না থাকা সত্ত্বে ও যা আমি চাঁদা হিসেবে দান করে দিয়েছিলাম। আমার দোকানেও এমন জিনিস ছিল যার বিষয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম যে, এগুলো এমন জিনিস যা মানুষ (সহজে) কিনবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার বরকতে অসাধারণভাবে আমাকে সাহায্য করেন। দুপুরে আমার কাছে একজন গ্রাহক আসেন, যিনি মালামাল ক্রয় করেন আর সেসব জিনিস ক্রয় করেন যা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে, তা দ্রুত বিক্রি হবে না। আর সেসব মালামাল বিক্রয়ের পর এখন আমার কাছে তেইশ হাজার শিলিং জমা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো চাঁদার বরকতেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই রিযিক দান করেছেন।

এরপর সেন্ট্রাল আফ্রিকার বাঙ্গি শহরের এক ভদ্রলোক হলেন আজানা সাহেব। তারও একটি ঘটনা রয়েছে, সেখানেও দেখুন! ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কতভাবে পুরস্কৃ ত করেন! তিনি একজন নবআহমদী। তিনি বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর আমার ৮ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এই ৮ মাসেই আমার মাঝে অনেক বড় ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমি জুমুআর নামাযেও অংশগ্রহণ করতাম এবং স্থায়ীভাবে এমটিএ-ও দেখতাম। তিনি বলেন, এমটিএ-তে আপনার খুতবা শুনা আমার রীতি ছিল। তিনি বলেন, একদিন খুতবায় আমি যখন এ কথা শুনলাম যে, আল্লাহ্র পথে যে ব্যয় করে সে দরিদ্র হয় না এবং আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পদে বরকত দান করেন। সেই সময় মোবাল্লেগ সাহেব তাহরিক জাদীদের চাঁদা পরিশোধের আহ্বান করছিলেন । তখন আমি ভাবলাম আমিও পরীক্ষা করি। আমার পকেটে তখন ৫ শত ফ্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খুবই স্বল্প অর্থ ছিল, আমি তা দিয়ে দেই আর চিন্তা ছিল যে, এখন রাতে কী খাব? তিনি বলেন, তখন খলীফাতুল মসীহ্র এ কথা স্মরণ হয় যে, খোদা বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। কাজেই আমি ভাবলাম আমি তো সেই ৫ শত ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখন দেখি আল্লাহ্ তা'লা কী দৃশ্য (দেখান)। তিনি নবআহমদী ছিলেন, ঈমানী দিক থেকে দুর্বলতাও ছিল, অর্থাৎ তখনো এমন পূর্ণ ঈমান ঈমান সৃষ্টি হয় নি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছিল আর উদ্দেশ্য সৎ ছিল। তিনি বলেন, আমি তখন তিন-চার ঘন্টা মিশন হউজেই অবস্থান করি। ইতোমধ্যে এক আত্মীয়ের ফোন আসে যে, আমার কাছে কিছু হীরা আছে যেগুলো তোমাদের শহরে এসে আমি বিক্রি করেবো আর সেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই তাই আমি চাই, তুমি আমাকে সাহায্য কর। তিনি বলেন, অতএব সে এখানে পৌঁছার পর আমি তাকে এক হীরা ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যাই। সেখানে হীরার ব্যবসা হয়। তিনি বলেন, হীরা বিক্রি হওয়ার পর আমার সেই বন্ধু বা আত্মীয় যে হীরা নিয়ে এসেছিল সেআমাকে ২৭ হাজার ফ্রাঙ্ক উপহারস্বরূপ দেয় আর শুধু এতটুকুই নয় বরং ক্রেতাও আমাকে উপহারস্ব রূপ ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক দেয়। তিনি বলেন, এই দিনই আমি বুঝতে পারি যে, আমি তখন মাত্র পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দিয়েছিলাম আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ৩৭ হাজার ফ্রাঙ্ক দান করেছেন। তিনি বলেন, এর ফলে ঈমানী ক্ষেত্রে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের একজন মহিলা আছেন। তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের মাধ্যমে ঈমানী ক্ষেত্রে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, তাহরীক জাদীদের চাঁদা আমি ইতোমধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে লাজনা ইমাইল্লার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাই যে, লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের আরো কিছু অর্থে র প্রয়োজন। তখন আমি ভাবলাম এখন আর চাঁদা দিতে পারব না, কেননা আমার কাছে যে অর্থ রয়েছে তা অন্য কোথাও খরচ করতে হবে। যাহোক, তিনি বলেন, অবশেষে আমি অতিরিক্ত চাঁদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আর আমার কাছে যে অর্থ ছিল তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। পরের দিন আমি আমার ব্যাংক একাউন্ট দেখে বিস্মিত হয়ে যাই, কেননা চাঁদা হিসেবে আমি যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেছিলাম তার চার গুণ অর্থ আমারকোম্পানির পক্ষ থেকে আমার একাউন্টে জমা করা হয়েছিল ঘুণাক্ষরেও যার প্রত্যাশা আমি করি নি। কেবল আফ্রিকাতেই নয় বরং এখানে অর্থাৎ ইউরোপেও যারা পুত মানমানসিকতা নিয়ে স্বচ্ছ হৃদয়ে (কুরবানী) করেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও কল্যাণমণ্ডিত করেন, এমন উদাহরণ আরো আছে ।

বুরকিনা ফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, কোলোমের এক ভদ্রলোক হলেন সাওয়াডো সাহেব। তাহরীকে জাদীদের খাতে তিনি প্রতি মাসে একশত ফ্রাঙ্ক চাঁদা দিতেন।একবার কোন একজন উপহারস্বরূপ তাকে তিনটি ছাগল প্রদান করে, যার মধ্য থেকে একটি তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং বাকি দুটি নিজের কাছে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তার ছাগলে এত বরকত প্রদান করেন যে, বর্তমানে তিনি অনেক গবাদি পশুর মালিক এবং একশ' ফ্রাঙ্কের পরিবর্তে এখন মাসে এক হাজার ফ্রাঙ্ক প্রদান করা শুরু করেছেন।

অতঃপর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং কুরবানীর যে স্পৃহা তার আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। বেনিনের লোকোসা অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন, লোকোসার অধিকাংশ এলাকা-ই বন্যা কবলিত হয়েছিল এবং যাতায়াতের সব রাস্তা বন্ধ ছিল। কিছু জামা'তের সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার কারণে অধিকাংশ জামা'তের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। স্থানীয় মুরব্বী প্রস্তাব দেন যে, পুলিশের কাছে মোটর বোট আছে, আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি তাহলে হয়ত সেসব এলাকায় আমরা যেতে পারব এবং সেখানকার লোকেদের খবরাখবর জানতে । তিনি বলেন, আমরা পুলিশের সাথে কথা বলি ,তারা মোটর

বোটের পেট্রোল খরচ বহন করার শর্তে আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হয়। আমরা সেখানে পৌঁছলে সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তিনি কান্না আরম্ভ করেন। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আমরা জানতাম যে, তার অনেক ক্ষতি হয়েছে। ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে এবং বাড়ির একটি কক্ষও ধ্বসে পড়েছে। মুবাল্লিগ সা হেব বলেন, আমি তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন এবং আপনার ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। এটি শুনে প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমি আমার ক্ষতির কারণে কাঁদছি না বরং বন্যার পূর্বে আমি আমার চাঁ দা জমা করে রেখেছিলাম আর অপেক্ষায় ছিলাম যে, মুয়াল্লেম সা হেব কবে আসবেন আর আমিকবে চাঁদা দিব। কিন্তু বন্যার কারণে সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমি এর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হই। আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! এখন আমার চাঁদা কেন্দ্রে পৌঁছানোর আর কোন মাধ্যম নেই, আর দিনও অতি স্বল্প অবশিষ্ট আছে, তুমিই কোন উপায় সৃষ্টি কর। আজ আপনারা এটা দেখতে এসেছেন যে, আমরা কী অবস্থায় আছি, (এটা নয় যে, তারা চাঁদা নিতে গিয়েছিলেন;) । তখন এ কারণে আমি নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলি যে,আল্লাহ্ তা'লা কত দ্রুত আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং আমি আমার এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলাম। নিজের ক্ষতির কোন চিন্তা নেই! চিন্তা যদি থাকে কেবল এটি যে- আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে যে কাজ করার অঙ্গীকার করেছি, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কুরবানী আমার করার ছিল, সেটি যেন সময়মত সম্পন্ন হয়ে যায়।

ভারত থেকে কর্ণাটক প্রদেশের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর ইব্রাহীম সাহেব (একটি ঘটনা) লিখেন, এতেও আল্লাহ্ তা'লার সদয় ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে। গুলবার্গা-র একজন খাদেম ব্যাঙ্গালোরের একটি কোম্পানিতে মাসিক বিশ হাজার রুপি বেতনে চাকরি পান। (ইব্রাহীম সাহেব) বলেন, তাকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত মানসম্মত কুরবানীর বরাতে বেতনের অর্ধেক চাঁদা প্রদান করতে আহ্বান করা হয়। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৮, পৃ: ১৭৩, ৯ই মে ১৯৪৭ প্রদত্ত খুতবা তখন তিনি তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও দশ হাজার রুপির ওয়াদা করেন। তার আত্মীয়-স্ব জনরা বলেন, সবে তুমি নতুন চাকরি পেয়েছ, তোমার এতটা ওয়াদা করা উচিত নয়; এক মাসের বেতনের অর্ধেক দিতে সমস্যা হবে। এতে তিনি বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করবে, ততক্ষণ খোদা তা'লার ফিরিশতারা তার মাঝে শক্তি ও সামর্থ সৃষ্টি করে না; তাই আমি তো অবশ্যই এটা দিব। (ইব্রাহীম সাহেব) বলেন, এই ঘটনার কয়েকদিন যেতেই আরেকটি কোম্পানিতে তিনি চাকরি পান, যেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মাসে এক লাখ সাতাশ হাজার রুপি বেতন পাচ্ছেন; আর তিনি বলেন, এটাও চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর ভারতের কেরালা প্রদেশের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর লিখেন, এখানে আমাদের কেরোলাই-এর একজন নিষ্ঠাবান আহমদী আছেন। তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীকারীদের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন, আর তিনি বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন। তার ফার্নিচারের ব্যবসা রয়েছে। উকিলুল মাল-এর সফরকালে তিনি তার ফ্যাক্টরীগুলো দেখান এবং দোয়ার জন্য একথা বলেন যে, আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালো নয়। বরং দোয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং সেখানে দোয়াও করান। যাহোক তাসত্ত্বেও তিনি এবছরের জন্য ১৫ লক্ষ রুপির ওয়াদা লিখান। কিন্তু সারা বছর ওয়াদার তুলনায় মাত্র ২ লক্ষ রুপি আদায় করতে পেরেছিলেন। সময় স্বল্প ছিল, অত্যন্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এই চিন্তায় ছিলেন যে, কীভাবে এই চাঁদা আদায় হবে এবং (হুযূর বলেন,) আমাকেও তিনি চিঠি লিখতে থাকেন । তিনি লেখেন অর্থ বছরের শেষ দিন অতিবাহিত হচ্ছে, দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন নিজ কৃপায় ওয়াদা আদায়ের সামর্থদান করেন। তিনি বলেন, কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতেই একটি মোটা টাকা তার এ্যাকাউন্টে জমা হয়। তা থেকে তিনি শুধু তার ওয়াদার টাকা-ই আদায় করেন নি, বরং (এই খাতে) অতিরিক্ত একটি বড় অংকও প্রদান করেন এবং ব্যবসায়িক কাজে যে টাকার প্রয়োজন ছিল তা-ও এর মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায়।

অতঃপর বেনিন-এর নাতি অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, কতম্পোতি জামা'তের এক বন্ধুকে যখন চাঁদার কথা বলা হয় তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ৩ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা প্রদান করেন। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি এত বাড়িয়ে কীভাবে দিলেন; কেননা আজ পর্যন্ত অনেক তাগাদা সত্ত্বেও তিনি ৫০০ সিফা-র অধিক দেন নি, এর কারণ কী? তিনি বলেন, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে আমি অনেক অলসতা প্রদর্শন করে থাকি। আমি দেখেছি যে, এতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং ফসলও ভালো হয় না। আর শেষবার আমি যখন চাঁদা দিয়েছিলাম তখন এই ভেবে দিয়েছিলাম যে, দেখি, এর বরকতে কীভাবে লাভবান হই। অতএব আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, সত্যিই চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতেসাহায্য করেন, আমাদের চাহিদা পূর্ণ করেন, ফসলে কল্যাণ দান করেন। সুতরাং আমি যেহেতু স্বয়ং অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাই আপনার বলার পূর্বেই আমি নিজেই নিজের চাঁদা পাঁচগুণ বরং ছয়গুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে দিয়েছি।

কানাডার ভন জামা'তের শিশুদের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, অক্টোবর মাসে আমরা জামা'তের তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য কাজ করছিলাম আর বাড়ির শিশুদেরও তাগাদা দেই। তারাও নিজেদের পকেট খরচ থেকে নিজেদের ওয়াদার অতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করে। এক মেয়ে, যে সবেমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করেছে তার কাছে কিছু টাকা ছিল। সেই পুরো অর্থ সে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। পূর্বে সে চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছিল কিন্তু সফলতা পাচ্ছিল না। যেদিন এ চাঁদা প্রদান করে তার পরদিনই একটি কাজের জন্য ইন্টারভিউ ছিল। ফিরে এসে সে খুব আনন্দিত ছিল যে, কোন অদৃশ্য শক্তি ইন্টারভিউয়ের সময় তার সাথে ছিল। খুব সহজে সব কিছু হয়ে গেছে। যে কোম্পানীতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল সেখানেও অনেক লোক ইন্টারভিউ দিয়েছিল আর ফলাফল এ বছরের শেষে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। সে বলছিল, ইন্টারভিও যদিও অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু ফলাফল বছরের শেষে জানা যাবে, কিন্তু দুইদিন পরেইসেই মেয়ের কাছে ফোন আসে যে, তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে কাজ শুরু করতে হবে। এরপর পরবর্তী দিন ফোন আসে যে অন্যরা ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ করবে কিন্তু তুমি এ বছরই নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করতে পার। এতে করে এই মেয়ের ঈমানও দৃঢ় হয়, তার ঈমান বৃদ্ধি ঘটে এবং সে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ অবলোকন করে।

সব দেশেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কুরবানীর পর স্বীয় আশিস বর্ষণের দৃশ্য দেখান। মস্কো-র মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, উজবেকিস্তানের বুখারা শহরের একজন বন্ধু যায়ের সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ কাজের উদ্দেশ্যে মস্কোতে আসেন। কিছুদিন সেখানে কাজ করেন, এরপর কিছু অর্থ জমা হলে তা নিয়ে উজবেকিস্তান ফেরত চলে যান। তার স্ত্রী বয়আত করার পূর্বে কিছুটা ইতস্তত করেন, কিন্তু পরে পড়াশুনা করেন ও দোয়া করেন, এরপর বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পূর্বে তাকে তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যেও বলা হয় যেন তিনিও তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি জানান যে, বর্তমানে তিনি উজবেকিস্তানে টেক্সি চালাচ্ছেন এবং তার স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ করছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে একটি নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন যে, তাদের আয়কে তিন ভাগে ভাগ করবেন। তন্মধ্যে এক অংশ সন্তানদের জন্য, এক অংশ ঘরের জন্য এবং আরেক অংশ চাঁদা স্ব রূপ আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সুখে শান্তিতে আছেন এবং খুব আনন্দের সাথে পারিবারিক জীবন কাটছে। যায়ের সাহেব বলেন, যখন থেকে তিনি চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ কল্যাণ দান

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

করছেন এবং তার আয় এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিগত বছরগুলোতে কখনো এমন হয়নি।

এরপর রাশিয়ার মস্কোথেকে মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মস্কোর রুসলান সাহেব শেফ (বাবুর্চি) হিসেবে কাজ করেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি ঘর নির্মাণের জন্য একটি বড় অংকের অর্থ ঋণ নেন এবং দীর্ঘদিন যাবত দ্বিগুণ কাজ করে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছিলেন। একদিন তার ফোন আসে যে, আমি এখনই আপনার কাছে চাঁদা পাঠাতে চাই।জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যেখানে তিনি পূর্বে কাজ করতেন সেখানে তার যে পারিশ্রমিক ছিল তার মধ্য থেকে একটি বড় অঙ্ক মালিকের কাছে আটকেছিল। এই প্রেক্ষিতে তিনি দোয়ার জন্যেও লিখেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই হারানো অর্থ শুধুমাত্র নিজ অনুগ্রহে ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, এতে আমার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগে যে, যত দ্রুত সম্ভ ব আমি চাঁদা দিব। অতঃপর তখনই তিনি তার সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদার জন্য একটি বড় অঙ্ক মুরব্বী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন।

জার্মানি জামা'তের এক মেয়ে লিখেন, আমি দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। এখন তার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে আর তার বয়সও দুই বছর হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমি যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম তখন আমি অনেক দোয়া করেছিলাম এবং আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, প্রতি মাসে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে একশত ইউরো প্রদান করব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বাকি সাত মাস নিরাপদে অতিবাহিত হয়ে যায়। যে সকল জটিলতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে পুত্র সন্তান দান করেন। তিনি আরো বলেন, এখনও আমি আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতি মাসে তাহরীকে জাদিদ খাতে চাঁদা আদায় করে পূর্ণ করছি।

পৃথিবীর এ অংশ, যা বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত এবং খোদা তা'লার সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের ওপর নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করে একদিকে যেখানে নিজ সত্তার প্রমাণ দেন আর অন্যদিকে আহমদীয়াতের সত্যতাও তাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

লাতভিয়া-র মুবাল্লেগ লিখেন, লাতভিয়া-র একজন আহমদী হলেন ওহীদঅভসাহেব। তিনিও উযবেকিস্তানের বুখারার সাথে সম্পর্ক রাখেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের সাথে তার উত্তম আচরণ দেখে গত বছর তার স্ত্রীও বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি বলেন, ফোনের মাধ্যমে তিনি আমাকে চাঁদা প্রদানের বিষয়ে বলেন- আমি ছয় মাস উজবেকিস্তানে কাজ করি আর ছয় মাস রাশিয়া গিয়ে কাজ করি, এ বছর বুখারা শহরে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেছিলাম, যার জন্য আমাকে নিজের গাড়ী বিক্রয় করতে হয়েছে। আমি যখন কাজের উদ্দেশ্যে রাশিয়া যাই তখন ভাবলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমার একটি ব্যবসা করা উচিত, সুতরাং আমি এই নিয়তে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চাঁদার কল্যাণে গাড়ীক্রয় করার তৌফিক দান করেন। চাঁদা পরিশোধ করার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে এতটাই বরকত দান করেছেন যে, পারিবারিক প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ছাড়াও আমার কাছে গাড়ী ক্রয় করার জন্যযথেষ্ট অর্থ জমা হয়ে যায়। সুতরাং আমি বুখারায় ফিরে এসে নিজের গাড়ী ক্রয় করি আর পূর্বের গাড়ী থেকে অনেক উন্নত মানের গাড়ী ক্রয় করেছি যা ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য আমাকে বিক্রয় করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, এটি শুধু চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে, নতুবা এত বড় অঙ্ক একত্রিত করা আমার জন্য সম্ভব ছিল না। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তিনি বয়আত করেছিলেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা আমার ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ হয়েছে।

গিনি বাসাউ-এর মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, এক ব্যক্তি জন্মগত আহমদী হওয়া সত্ত্বেওআর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ নিতেন না। তিনি ব্লক বানানোর ব্যবসা আরম্ভ করেন আর চল্লিশ বস্তা সিমেন্ট দিয়ে ব্লক তৈরি করেন। রাতে বৃষ্টি হয় আর সমস্ত ব্লক নষ্ট হয়ে যায় এবং পুরো অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, রাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় ঘুমাতে যাই, স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমার মরহুম পিতা আসেন আর তিনি বলেন, তুমি কি তোমার চাঁদা পরিশোধ করেছ? এই কথা বলার পর তিনি চলে যান। সুতরাং ইদ্রিস সাহেব বলেন, সকালে উঠেই আমি মিশন হাউজে যাই আর মুবাল্লে গ সাহেবকে বলি যে, আপনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে বলেছিলেন, আমার কাছে এখন শুধু দুই হাজার ফ্র াঙ্ক আছে যা আমি এখনই দিতে চাই। তার যে ক্ষতি হয়েছিল তা চাঁদা দেয়ার পরের দিনই আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পূরণ করেন যে, তিনি নতুন একটি কন্ট্রাক্ট পেয়ে যান, যা ছিল আট লক্ষ সীফার। এর মাধ্যমে তার ধারদেনাও পরিশোধ হয়ে যায় আর আল্লাহ্র কৃপায় তিনি এখন ওসীয়্যতও করেছেন এবং এটি তার ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ হয়েছে।

মায়োটদ্বীপের এক বন্ধুহলেন আলী মুহাম্মদ সাহেব, তার স্থায়ী কোন কর্ম ছিল না। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছি, আমার কাজ পেতে কোন কষ্ট হয় না। একটি কাজ শেষ হতেই দ্বিতীয় কাজ পেয়ে যাই আর চাঁদা দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ পাচ্ছি। এটি নতুন জামা'ত, কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ঈমান ও নিষ্ঠার দিক থেকে অনেক ঊর্ধ্বগামী একটি জামা'ত।

অতঃপর ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, পাগেনটান জামাতের একজন আহমদী উরিয়ানু সাহেব একা বসবাস করেন। তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। চাঁদা প্রদানের জন্য তিনি কত অভিনব পদ্ধতি এরা অবলম্বন করে রেখেছেন তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তাদের মাঝে অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে। (মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, তিনি চাষাবাদ করেন এবং দরিদ্র মানুষ। সন্তানদের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রীও নেই। তবলীগ ও তরবিয়তী কাজে অধিকাংশ সময় মুবাল্লেগকে সঙ্গ দেন। তার ছোট একটি জমি আছে, সেই জমির যে আয়, কৃষকদের আয় সাধারণতকয়েক মাস পরেই হয়ে থাকে। প্রত্যেক তিন বা চার মাস পর আয় হয়। কিন্তু তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে চাঁদা প্রদান করেন। একবার মুবাল্লেগ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার ফসল তো তিন বা চার মাস পর উঠে, কিন্তু চাঁদা আপনি নিয়মিত প্রদান করেন? তখন তিনি বলেন, আমি নিয়মিত চাঁদা প্রদানের জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে রেখেছি। আমি আমার জমির একটি অংশ নির্দিষ্ট করে সেখানে কেবল কলা গাছ রোপন করেছি। রোপনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তাহলে, একটি অংশে গাছলাগানোর কিছু দিন পর দ্বিতীয় অংশে লাগিয়েছি, অর্থাৎ- একটি অংশ রোপনের পর দ্বিতীয় অংশ রোপন করেছি, অতঃপর তৃতীয় অংশ রোপন করেছি। কলা গাছ যেহেতু সারা বছর ফল দেয় তাই বছর জুড়েই আমি ফল পেয়ে থাকি। আমি প্রতি মাসে ফল সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করি এবং এর মাধ্যমে যে অর্থ পাই তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে প্রদান করি।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব পুনরায় লিখেন, পাসারপাঙ্গারিয়া জামা'তের একজন নবআহমদী, যিনি কিছু কাল পূ র্বে বয়আত গ্রহণ করেছেন, তিনি স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভীষণ বিরোধিতার সম্মু খীন হচ্ছেন, কিন্তু তিনি অবিচল আছেন। তাহরীকে জাদীদের নববর্ষ আরম্ভ হলে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব তাকে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশ নেওয়ার তাহরীক করেন। এতে তিনি পাঁচ লাখ ইন্দোনেশিয়ান রুপি দেওয়ার ওয়াদা করেন। যদিও ইন্দোনেশিয়ান রুপির মূল্যমান কম কিন্তু তবুও তার জন্য তা অনেক বড় অঙ্ক ছিল। তিনি একজন অবৈতনিক শিক্ষক যার ভাতা অনেক স্বল্প হয়ে থাকে। আমাদের মুবাল্লেগ তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যত পরিমাণ লিখিয়েছেন তা পরিশোধ করতে পারবেন তো? কোন সমস্যায় পড়ে যাবেন না তো? তখন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, এটিই আমার ওয়াদা। রমজান মাসে তাকে যখন শতভাগ আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় তখন তিনি নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। একদিন তার কোন এক আত্মীয় তাকে উপহারস্ব রূপ একটি খামে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন। তিনি খামটি না খুলেই তৎক্ষণাৎ জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে এসে বলেন, এই খামে যা-ই থাকুক আমি তা আমি তাহরীকে জাদীদের জন্য দান করছি। সদর সাহেব যখন সেই খাম খুলেন তখন দেখতে পান যে, তাতে ঠিক পাঁচ লাখ ইন্দোনেশিয়ান রুপি ছিল যা তিনি সেই মুহূর্তেই স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদায় করেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

এটি হচ্ছে সেই সময়ের কথা।

এরপর শিশুদের মাঝে নিষ্ঠা এবং কুরবানীর গুরুত্বের চেতনা সংক্রান্ত বিপ্লবও হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.)-এর জামা'তের মাঝে পরিলক্ষিত হয় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ঘানার মুবাল্লেগ লিখেন, কিছুদিন পূ র্বে আমি জামা'তের সদস্যদের মাঝে আর্থিক কুরবানী,বিশেষত তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে খুতবা প্রদান করি এবং এ কথার ওপর জোর দেই যে,শিশুদের মাঝেও আমাদের কুরবানি করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ যেন তারা নিজের হাতে চাঁদা দেয়। এতে পরের শক্রবার জুমুআর নামাযে একজন নয়-দশ বছরের তিফল কিছু টাকা নিয়ে আসে এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দেয়। জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি আমার বাবা-মার কাছে চাঁদার জন্য টাকা চাই কিন্তু কোন কারণে টাকা পাই নি। হয়তবা বাবা-মার কাছে টাকা ছিল না। সেই শিশু বলে, তখন আমি একটি দোকানে মজদুরি করা আরম্ভ করি আর যে টাকা পাই তা চাঁদা হিসেবে প্রদান করছি।

এরপর সিয়েরালিওনের একটি উদাহরণ রয়েছে। কেনামার স্থানীয় মুয়াল্লেম বশিরু সাহেব লিখেন, সেরাবু-তে যখন জামা'তের সদস্যদের তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ব্যাপারে মনযোগ আকর্ষণ করা হয়, ঠিক তখনই নয়-দশ বছরের একটি শিশু মাথায় করে কিছু খড়ির আঁটি নিয়ে আসে যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। সে এসে মুয়াল্লেম সাহেবকে বলে, আপনি আমার কাছ থেকে এই খড়িগুলো কিনে নিন আর যত টাকা হয় তা আপনি চাঁদা হিসেবে নিয়ে নিন। মুয়াল্লেম সাহেব সেই শিশুর কাছ থেকে খড়িগুলো কিনে নেন এবং চাঁদার রশিদ কেটে দেন। পরবর্তীতে সেই খড়িগুলোও তিনি সেই শিশুকে ফেরৎ দিয়ে বলেন, তোমার চাঁদা দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহতায়ালা তাদের ধনসম্পদ ও ঈমানে অনেক বরকত দান করুন। এভাবে কুরবানী করার ধারণা এখানকার শিশুদের মাঝে হয়ত হবে না যে, পরিশ্রম ও গতর খেটে অথবা বনজঙ্গলে থেকে কাঠ কেটে এরপর চাঁদা প্রদান করবে। এখানকার পরিস্থিতি ভালো। নিঃসন্দেহে এখানেও অনেক উত্তম উদাহরণ রয়েছে। কতক এমন শিশু রয়েছে যারা নিজেদের হাত খরচের পুরো অর্থ দান করে দিয়েছে। হয়ত কোন বিশেষ কিছু কেনার ইচ্ছায় টাকা জমিয়েছিল, সেটাও কুরবানী করে দিয়েছে। যাহোক, নিজ নিজ পরিবেশে সব স্থানেই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার উদাহরণ বিদ্যমান। আল্লাহতায়ালা তাদের এই বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে থাকুন এখন আমি কিছু বিবরণ উপস্থাপন করব।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর জামা'তকে যে ত্যাগ স্বীকার করার সৌভাগ্য দিয়েছেন আর যেভাবে জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করে থাকে- এটি আল্লাহ্তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন সাথে না থাকলে তা কখনই সম্ভব হতো না। আল্লাহ্তা'লা-ই হৃদয় পরিবর্তন করে থাকেন আর আল্লাহ্তা'লা-ই স্বয়ং তাদের অন্তরে কুরবানি করার প্রেরণা সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত ছোটবড় আহমদীদের হৃদয়ে কোরবানীর চেতনা আল্লাহ্ তা'লাই সঞ্চার করেন। আর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরকম উদাহরণ দেখে বুঝতে পারবে যে, এটা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, এখন আমি কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের ৮৫তম বছর গত ৩১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে আর ৮৬তম বছর আরম্ভ হয়েছে। এবছর তাহরীকে জাদীদের আর্থি ক ব্যাবস্থাপনায় ১৩.৬ মিলিয়ন পাউন্ড কুরবানী করার সৌভাগ্য আল্লাহ দান করেছেন, এই আদায় আল্লাহ্তা'লার কৃপায় গত বছরের তুলনায় ৮ লক্ষ ২ হাজার পাউন্ড বেশি। এবছর পাকিস্তানে রুপির মূল্যমান অনেক হ্রাস পায়, রাজনৈতিক অবস্থা খারাপ, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, সেখানে অনেক শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান। আল্লাহ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, পাকিস্তানের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানকার আহমদীদের প্রতি কৃপা করুন।* (পাকিস্তানের) যে অবস্থান থাকে সেটি এবার নেই। এবছর পুরোপুরিভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছে জার্মানি অর্থাৎ জার্মানি প্রথম। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য। পূর্বে আমি যেহেতু পাকিস্তানকে তালিকার বাহিরে রাখতাম কেননা তারা প্রথম স্থানে থাকত, আর পাকিস্তানকে পৃথক রেখে অন্যান্য দেশের নাম ঘোষণা করতাম তাই এবারও পাকিস্তানের নাম দ্বিতীয় স্থানে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে পৃথক রেখে দশটি দেশের নাম উল্লেখ করব। জার্মানি প্রথম, পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য দ্বিতীয়,তারপর রয়েছে যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ঘানা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরো একটি দেশ।

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে পাকিস্তানসহ পৃথিবীর সকল স্থানেই সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে। আর স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে প্রথমে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, তারপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত যেখানে শতকরা হিসেবে অনেক বৃদ্ধি ঘটেছে।

তারপর রয়েছে যথাক্রমে কানাডা, জার্মানি, যু ক্তরাজ্য, ঘানা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকেও প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছেসুইজারল্যান্ড, তারপর আমেরিকা, এরপর সিংগাপুর, চতুর্থ স্থানে যুক্তরাজ্য, আর পঞ্চম স্থানে সুইডেন তারপর অন্যান্য দেশ সমূহ রয়েছে।

আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, তারপর নাইজেরিয়া, এরপর যথাক্রমে বুরকিনা ফাঁসো, তানজানিয়া, গাম্বিয়া এবং বেনিন।

অংশগ্রহণকারীদের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল গত কয়েক বছর ধরে, আমি বলছিলাম অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এবং এ উদ্দেশ্যে জামা'ত সমূহকে টাকার অংকের চেয়ে অধিক সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য টার্গেট দেওয়া হচ্ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এ বছর এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো আঠারো লক্ষ সাতাশ হাজারের অধিক এবং এক লক্ষ বারো হাজার নতুন সদস্য চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গত বছরের তুলনায় অংশগ্র হণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যথাক্রমে নাইজার, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুন। এরপররয়েছে বেনিন, সেনেগাল, গিনিবাসাউ, আইভরিকোস্ট, তানজানিয়া এবং গিনি কোনাকুরি।আর বড় জামা'ত সমূহের মাঝে রয়েছে বাংলাদেশ, কানাডা, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জার্মা নি, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া।

কেন্দ্রীয় রেকর্ড অনুসারে তাহরীকে জাদীদের 'দফতর আউয়াল'-এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ হাজার নয় শত সাতাশ জন। এদের মধ্যে ছত্রিশ জন সদস্য যারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখনও জীবিত আছেন তারা নিজেদের চাঁদা নিজেরাই প্রদান করছেন। বাকি মৃত ব্যক্তিদের হিসাব তাদের উত্তরসূরিগণ এবং জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যগণ অব্যাহত রেখেছেন।

জার্মানি যেহেতু প্রথমে রয়েছে, তাই তাদের প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে রোয়েডারমার্ক, নোইস, পেনিনবার্গ, মেহদিয়াবাদ, নিদা, আনসাবার্গ (উর্দূতে লিখা হয়েছে তাই হতে পারে সঠিকভাবে পড়া হয়নি), কীল, ফ্লোরেন্স হাইম, ওয়াইন গার্টেন এবং কোলন। তাদের স্থানীয় এমারতগুলোর মাঝে প্র থম দশটি হলো- হামবুর্গ প্রথম। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুর্ট, গ্রস গ্রাও, মারফিল্ডন, ডাটসনবার্গ, উইযবাদেন, রিচস্টাড, ডামস্টাড, ম্যানহাইম এবং এযেল শাইন।

পাকিস্তানে তাহ্রীকে জাদীদের কুরবানীর ক্ষেত্রে আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, তারপর রাবোয়া দ্বিতীয়, করাচি তৃতীয়। জেলা পর্যায়ে যে দশটি জেলা রয়েছে তন্মধ্যে ইসলামাবাদ প্রথম, তারপর রয়েছে যথাক্রমে শিয়ালকোট, ফয়সালাবাদ, গুজরাঁওয়ালা, উমরকোট, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, কসুর, টোবাটেকসিং, মিরপুর (কাশ্মীর)।

আদায়ের দিক থেকে অধিক কুরবানীকারী পাকিস্তনের শহরের জামা'তগুলোর মাঝে রয়েছে যথাক্রমে এমারত ডিফেন্স লাহোর, টাউনশিপ লাহোর, এমারত কেন্ট রাওয়ালপিণ্ডি, এমারত শহর রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, এমারত আযিযাবাদ করাচি, এমারত দিল্লি গেট লাহোর, কোয়েটা, পেশাওয়ার এবং ভাওয়ালনগর।

পাকিস্তানের ছোট জামা'তগুলোর মধ্যে শীর্ষপাঁচটি জামা'ত হলো

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যথাক্রমে ওয়াকেন্ট, সাবুন দাস্তি, খোখার গার্বি, চাকনও পনিয়ার এবং চুয়েণ্ডা।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হচ্ছে যথাক্রমে বাইতুল ফুতুহ্ রিজিওন, মসজিদ ফযল রিজিওন, মিডল্যাণ্ডয রিজিওন, বাইতুল ইহসান রিজিওন এবং ইসলামাবাদ রিজিওন।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড় জামা'তের মধ্যে মসজিদ ফযল প্রথম, তারপর যথাক্রমে উস্টার পার্ক, ইসলামাবাদ, অল্ডার শট, পাটনি, নিউ মল্ডেন, জিলিংহাম, বার্মিংহাম ওয়েস্ট, গ্লাসগো, স্কানথপ। আর ছোট জামা'তগুলোর মাঝে প্রথমেরয়েছে সোয়াঞ্জি, এরপর যথাক্রমে স্পেন ভ্যালি, ক্যাথলে, নর্থ ওয়েলস এবং নর্থ হ্যাম্পটন।

আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথমে স্থানে রয়েছেসিলভারস্প্রিং, লস এঞ্জেল্স, এরপর যথাক্রমে সিলিকন ভ্যালি, সিয়াটল, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ডেট্রয়েট, শিকাগো, অশ কোশ, হিউস্টন, জর্জিয়া, সাউথ ভার্জিনিয়া।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ভন, তারপর যথাক্রমে ক্যালগারী, পীস ভিলেজ, ভ্যানকুভার, মিসি সাগা, সিসকাটুন।

আর ছোট জামা'তগুলোর মাঝে শীর্ষ পাঁচটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো অ্যডমিণ্টন ওয়েস্ট, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, হ্যামিল্টন এবং অটোয়া ওয়েস্ট।

কুরবানীর দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো ক্যারোলাই প্র থম স্থানে, এরপর যথাক্রমে কাদিয়ান, পাথাপ্রিয়াম, হায়াদারাবাদ, কুয়েনবাটোর, প্যাঙ্গাডি, ব্যাঙ্গালুর, কালিকাট, কলকাতা এবং ইয়াদগির।

তাদের দশটি রাজ্য হলো যথাক্রমে কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, জম্মু কাশ্মীর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ। কাশ্মীরের সার্বিক অবস্থাও খুবই শোচনীয়। রাজনৈতিক দিক থেকেও এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও। এখানেও জামা'ত সমূহ অনেক কুরবানী করেছে।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে অস্ট্রে লিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথমে রয়েছে ক্যাসল হিল, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ম্যালবর্ন বারভিক, ম্যালবর্ন লংওয়ারেন, এসিটি ক্যানবেরা, মার্সডন পার্ক, এডিলেড সাউথ, পেনভির্থ , মাউন্ট ড্রয়েট, প্যারামাটাএবং এডিলেড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে প্রভূত বরকত দান করুন। (আমীন) **********

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।"

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

আল্লাহ্তা'লার পক্ষ হতে প্রদান করা হয়েছে এটি আল্লাহরই একটি নিদর্শন।

(সিরাজুল মুনীর , রুহানী খাযায়েন ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ !

মুনসি এলাহি বখস্ সাহেব এ্যাকাউন্ট্যান্ট লাহোর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মুরিদ ছিলেন। ভালোবাসা ও আনুগত্যে অনেক অগ্রসর ছিলেন। সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন ১৮৮৯ সালে বয়আতের মাধ্যমে জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মুরিদগণের বয়আত করতে বলেন হঠাৎ এলাহি বখস্ অস্বীকার করে। কাদিয়ানে এসে সে প্রকাশ্যে নিজের স্বপ্ন ও এলহামের উল্লেখ করে বলে যে, একটি স্বপ্ন আমি আপনাকে বলছি যে, আমি আপনার বয়আত কেন করবো, আপনি আমার বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এই পুরানো বন্ধুকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য "জরুরতুল ইমাম" পুস্তকটি রচনা করেন।

তিনি বলেন :

"প্রিয় বন্ধু, আমি তো জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান এবং ঐশী বরকতের পিপাসূ এবং গোটা সমুদ্র পান করেও তৃপ্তি পাই না। তাই যদি আমাকে কেউ নিজের মুরিদ বানাতে চায় তার সহজ পদ্ধতি হল বয়আতের তাৎপর্য ও তার আসল তত্ব কথাকে স্মরণ রেখে আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র করুক । আর যদি তার কাছে জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান এর ও ঐশী বরকতের সম্ভার থাকে যা আমাকে প্রদান করা হয় নি অথবা তার প্রতি কোরআনের রহস্য প্রকাশিত হয়েছে যা আমার প্রতি প্রকাশ হয় নি, তাহলে আল্লাহর নামে আমাকে সে নিজের দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিক। এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কোরআনের তত্ত্ব জ্ঞান এবং ঐশী বরকত আমাকেও প্রদান করুক। আমি বেশি কষ্ট দিতে চাই না, উক্ত এলহামের দাবিদার বন্ধু কেবলমাত্র সূরা এখলাসের ব্যাখ্যা করুক। সে তুলনায় আমি যদি এক হাজার গুণ বেশি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা না দিতে পারি তাহলে আমি তার অনুগত থাকবো।

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৮)

তিনি বলেন :

"আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আমার এক বন্ধু মৌলবী ফাযেল আব্দুল করীম সাহেব ওয়ায করার সময় যতটা কোরআনের জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান বর্ণনা করে থাকেন তা দেখে আমি ভাবতেও পারি না যে, তার হাজার ভাগের একভাগও আমার এই প্রিয় বন্ধুর মুখ থেকে বের হবে। আমার জামাতে আমার হাতে বয়আতকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি হলেন মৌলবী হাকিম হাফিজ হাযিউল হুরমাইন নুরুদ্দিন সাহেব । এমন মনে হয় যেন গোটা পৃথিবীর তফসীর নিজের কাছে রাখেন অনুরূপভাবে তার অন্তরে হাজার হাজার কোরআনের তত্ত্বের খাযানা বিদ্যমান। যদি আপনাকে আমার উপর বয়আত নেওয়ার ব্যাপারে প্রধান্য দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পূর্বে তাঁকে (হাকিম নুরুদ্দিন সাহেবকে) একপারা কোরআনের ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে পড়িয়ে আসুন। তাঁরা (অর্থাৎ নুরুদ্দিন সাহেব (রাঃ)পাগোল তো নয় যে, আমার হাতে বয়আত করেছেন এবং অন্যান্য মুলহিদদের ত্যাগ করে।"

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০০)

তিনি বলেন -

"যদি তিনি (মুনসি এলাহি বখস্ সাহেব) নিজের এলহামি শক্তির দ্বারা মৌলবী সাহেব (হাকিম নুরুদ্দিন সাহেব (রাঃ)) কে নিজের কোনআনের জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখায় এবং সেই অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে নুরুদ্দিনের মত কোরআন প্রেমিকের প্রথমে বয়আত নিক তাহলে আমি ও আমার সমস্ত জামাত তোমার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেব।"

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- আমি যতটা ধর্মীয় ও কোরআনের তত্ত্ব ও সত্যতাকে ব্যাখ্যা সহ স্পষ্টভাবে লিখতে পারবো অন্য কেউ কখনোই তা পারবে না। যদি সমগ্র পৃথিবীর লোকেরাও একত্রিত হয়ে আমার পরীক্ষা করতে আসে সেক্ষেত্রেও আমাকেই জয়যুক্ত পাবে। আর যদি সকলে মিলেও আমার বিরোধীতা করে সেক্ষেত্রেও আল্লাহ্র ফযলে আমিই জয়যুক্ত হব।

(আইয়্যামে সুলাহ্, রুহানী খাযায়েন ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৭)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

শেষাংশ ২পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দায়প্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

যুগের প্রয়োজনীয়তা ও ঐশী সাহায্যের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা

-মনসুর আহমদ মসরূর, সম্পাদক বদর (উর্দু)
অনুবাদক: আজিবুর রহমান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

সম্মানীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট শ্রোতাগণ,

আস্সালো আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লা ওয়া বারাকাতুহু

যেমনটি আপনারা অবগত হয়েছেন যে, আমার বক্তব্যর বিষয়বস্তু হল, **"যুগের প্রয়োজনীয়তা ও ঐশী সাহায্যের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা"**

আমি বক্তব্যের প্রথম অংশ অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনীয়তার উপর সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু উপস্থাপন করতে চাই। সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! চতুর্দশ শতাব্দী ইসলামের জন্য এমন এক সংকটপূর্ণ যুগ ছিল যার উদাহরণ ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায় না। ইসলামকে দু'দিক থেকে কঠোর বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি ছিল আভ্যন্তরীন বিপদ যে, মুসলমানরা ইসলাম হতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এবং অপরটি ছিল বহির্জগৎ হইতে যে, অন্যান্য ধর্মবলম্বীরা ইসলামের উপর চরম আক্রমণ হানছিল। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হবে যে- মুসলমানদের ঈমান ও আমল দু'টিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের দূরতম কোন সম্পর্ক ছিল না। পবিত্র কোরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান যারা কলেমাটুকুও জানে না। অন্ধ বিশ্বাসের এমন অবস্থা যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ফিরিশ্তা এবং কোরআন করীম সম্পর্কে এমন সব বিশ্বাস আবিষ্কার করে নিয়েছে যে, ইসলামের স্বরূপটাই বিকৃত হয়ে গেছে। আলেমগণ ইসলামের ভীতকে দুর্বল করার কাজ করছে। সাধারণ মুসলমানরা পশুর ন্যায় হয়ে গেছে সম্পদশালীরা আয়েশ-আরাম ও শাসকগণ খেয়ানতের প্রচেষ্টায় রত আছে। চরিত্রবান হওয়া যা মুসলমানদের একটি বিশেষ পরিচয় ছিল, বর্তমানে তা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

"আজ বিষয় এটি নয় যে, মুসলমানরা ইসলামের কোন আদেশকে পরিত্যাগ করেছে বরং বিষয় হল যে, তাদের মাঝে কি বাকী রয়ে গেছে।" (দাওয়াতুল আমীর)

আর যদি বহির্জগতের আক্রমণের কথা বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, ইসলাম সকল দিক থেকে অভিযুক্ত হচ্ছে। ইসলামের উপর লক্ষ লক্ষ অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে। কোটি কোটি পুস্তক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশিত করা হয়েছে। একদিকে মুসলিম দেশগুলি একে অপরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত আছে অপর দিকে প্রত্যেক দেশ আভ্যন্তরীণভাবে ফিতনা ফাসাদের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে। দেশের জনগণ শাসক বিরোধী আর শাসকগণও জনগণের রক্ত পিপাসু হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছে:

"হে সত্যানুসন্ধানকারীগণ! ভেবে দেখ এটি কি সেই সময় নয়, যখন ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল.....। তোমরা কি এখনও পর্যন্ত অবগত হওনি যে, কোন ধরনের বিপদ ইসলামকে গ্রাস করছে, অগনিত লোক ইসলাম ত্যাগ করছে, অগনিত লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে, অগনিত লোক নাস্তিক হয়ে গেছে, আর কীভাবে শির্ক ও বিদাত একত্ববাদ ও সুন্নতের জায়গা দখল করছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগনিত বই পুস্তক লেখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে তা বিতরণ করা হয়েছে। তোমরা সকলে একটু ভেবে উত্তর দাও যে, এর কি প্রয়োজন ছিল না ? যে, আল্লাহ্তা'লা এই শতাব্দীতে এমন একজন কে পাঠাতেন যিনি বহির্জগতের আক্রমণকে প্রতিহত করতেন। দেখ! এক নৈরাজ্য ইসলামকে কীভাবে এক বিপদের সামনে ঠেলে দিয়েছে। ইসলামকে কীভাবে বিরোধীরা চতুর্দিক হতে তির বর্ষণ করছে। কীভাবে কোটি কোটি মানুষ এই বিষ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।" এই জ্ঞানের অগ্রগতি, এই বুদ্ধির বিকাশ, দর্শনের অগ্রগতি, নৈরাজ্যের অগ্রগতি, লোভ-লালসার অগ্রগতি, নাস্তিকতার অগ্রগতি, শির্ক ও বিদাতের অগ্রগতি এই সকল ইসলামের উপর অগ্রগতিকে একবার চোখ খুলে দেখ। আর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এই সবের ন্যায় পূর্বের যুগের কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখাও।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

ইসলামের এই ঘোরতর দুর্দিনে দরকার ছিল মুসলমানদের পথ-প্রদর্শকরূপে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আগমন। যার আগমনের সুসংবাদ মহানবী (সাঃ) এই ভাষায় দিয়েছিলেন যে, " হে মুসলমানগণ! তোমরা কতই না খুশি হবে যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং যার দ্বারা আল্লাহ্ ও মহানবী (সাঃ) নিজের উম্মতকে বিশ্বব্যাপি ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মুসলমান পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মসীহ্ ও মাওউদ 'চতুর্দশ' শতাব্দীতে আগমন করবেন। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইসলামের পণ্ডিতগণের দিব্যদর্শন অনুযায়ী ঠিক চোদ্দ শ' শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্তা'লা উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার উপর দয়া ও করুণার মাধ্যমে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে পাঠালেন। তিনি (আঃ) বলেছেন :

"এমন যুগে আমার আগমন ঘটেছে যখন ইসলামী ধ্যান-ধ্যারণা কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কোন এক বিশ্বাসই বিতর্ক থেকে বাদ ছিল না। আমার জন্য এর কোন প্রয়োজন ছিল না যে, আমি নিজের সত্যতার অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতাম কেননা, প্রয়োজন নিজেই একটা প্রমাণ।

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৫)

আমি ঐ সকল ব্যক্তির জন্য প্রেরিত হয়েছি যারা পৃথিবীতে বসবাস করছে তা সে এশিয়াতেই হোক আর ইউরোপেই হোক বা আমেরিকাতে হোক না কেন।

(তরিয়াকুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, ১৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫১৫)

আমি শুধু এই যুগে লোকদেরকে নিজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি না বরং সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

(পয়গামে সুলাহ্, রুহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৮৬)

যদি মু'মিন হও তাহলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং সেজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। স্মরণ রাখো যে, সময়ের অপেক্ষায় তোমাদের পূর্বপুরুষগণ গত হয়ে গেছে এবং অগনিত আত্মা এই ইচ্ছা অন্তরে নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করেছে। এখন সেই যুগ তোমরা পেয়েছ অতএব তার মর্যাদা করা না করা, উপকৃত হওয়া না হওয়া তোমাদের হাতে রয়েছে। আমি বিষয়টি বারংবার উপস্থাপন করবো আমি এথেকে বিরত থাকবো না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে সঠিক সময়ে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে লোকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিই।

(ফাতেহ্ ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

এখন আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা ঐশী সাহায্যের আলোকে। যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর বয়স চল্লিশ বছরের কাছাকাছি ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, **'আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদুহু'** (আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়) ঐশী সাহায্যের এটি প্রথম ইলহাম ছিল। এরপর ধারাবাহিকভাবে ঐশী সাহায্যের ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে জয়যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এমন কি গোটা জীবন আল্লাহ্তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর সাহায্য করেন।

আমি এখানে ঐশী সাহায্যের মধ্য থেকে একটি উল্লেখ করছি তা হল : **"চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নিদর্শন"**। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন আমাদের সত্য মাহদী দাবি করবেন তখন তার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহতা'লা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করবেন। চন্দ্র গ্রহণ তার নির্দ্ধারিত তারিখ গুলির মধ্যে প্রথম তারিখে লাগবে এবং সূর্য গ্রহণ লাগবে তার নির্ধারিত তারিখ গুলির মধ্য থেকে মধ্যবর্তী তারিখে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৯ সালে বয়আত গ্রহণের সূচনা করেন এবং আহ্মদীয়া জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার ঠিক পাঁচ বছর পর ১৮৯৪ সালে আল্লাহ্ তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ কে প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ সালে এই নিদর্শন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে আমেরিকাতে প্রকাশ পায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

সেই দিনগুলিতে মানুষ একথা বলতে আরম্ভ করেছিল যে, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে। চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হয়ে গেছে। এবার ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেক বাড়িতে ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের সমালোচনা ছিল। যখন এই নিদর্শন প্রকাশ পেল শত শত লোক ইমাম মাহ্দীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এক দিকে যেমন আহ্মদীদের মধ্যে এবং কাদিয়ানে উৎসবের পরিবেশ ছিল অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীরা অস্থির হয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিল। আলেমরা অপমানিত বোধ করছিল যে, মির্যা গোলাম আহ্মদ মসীহ্ ও মাহদীর দাবি নিয়ে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হয়ে গেছে। একজন ব্যক্তি একজন মৌলবীকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের হাদিস সমূহ জিজ্ঞাসা করেন, মৌলবী বলে : হাদিসটা ঠিকই কিন্তু তুমি যেন মির্যা সাহেবের জালে জড়িয়ে যেওনা। বিরোধী আলেমরা এটা ভেবে চিন্তিত ছিল যে, এবার লোক মির্যা সাহেবকে মেনে নেবে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাগণ!

বিরোধী আলেমদের নিকট হাদিসটির উপর সন্দেহ পোষণ করে এটিকে সন্দেহযুক্ত করা ছাড়া আর কোন রাস্তা অবশিষ্ট ছিল না। তারা একটি অভিযোগ এই করে যে, হাদিসটি দুর্বল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার উত্তরে বলেন :

"যদি কোন মর্যাদা সম্পন্ন হাদিস বিশারদের পুস্তক হতে এই হাদিসটির দুর্বল হওয়া প্রমাণ করতে পারো তাহলে তাকে এখনই এক শত টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। যেখানে চাও অর্থটি আমানত হিসাবে জমা করাতে পারো। তা নাহলে আমার শত্রুতার জন্য সঠিক হাদিসটিকে যা খোদাভীরু আলেমদের পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করা হাদিসকে তোমরা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করছ। অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর।"

(তোহ্ফা গুলড়বিয়া, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৪)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

দ্বিতীয় অভিযোগ এটি করা করা হয়েছে যে, চন্দ্রগ্রহণ রমযান মাসের প্রথম রাত্রে সংঘটিত হয় নি বরং ত্রয়োদশ রাতে হয়েছে। এবং সূর্যগ্রহণ রমযানের ১৫ তারিখে হয় নি বরং ২৮ তারিখে হয়েছে। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন: "পৃথিবী যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্র গ্রহণের জন্য তিনটি রাত খোদাতা'লা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ ..... এবং সূর্য গ্রহণের জন্য তিনটি দিন খোদাতা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ চান্দ্র মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ এর দিন।"

(হাকীকাতুল ওহী, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০৩)

সুতরাং চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত ১৩ তারিখ মনে করা হয়। এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম দিন সর্বদা মাসের ২৮ তারিখ (বলে গণ্য করা হয়)।

(তোহ্ফা গুলড়বিয়া, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৪)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

যেভাবে (জ্ঞানের পিতা) আবুল হাকাম (মূর্খের পিতা) আবু জেহেল হয়ে গিয়েছিল অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরোধীতার জন্য আল্লাহ্তা'লা আলেমগণকে মূর্খ বানিয়ে দিলেন। প্রথমতঃ তারা প্রকৃতি বিরোধী দাবি করতে থাকে যে, চন্দ্রগ্রহণ তার নির্ধারিত দিনগুলির প্রথম রাতে সংঘটিত হতে হবে, দ্বিতীয়ত তারা হাদিসে উল্লিখিত শব্দ 'ক্বমর' (চাঁদ) -এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, হাদীসে "হেলালের" উল্লেখ নেই বরং "ক্বমরের" উল্লেখ আছে। তিনদিন পর্যন্ত চাঁদকে হেলাল বলা হয়, তারপর তাকে ক্বমর বলা হয়।

তিনি বলেন : এটি এমন একটি বিষয় যেটিতে সকল আরব বাসীরা আজও পর্যন্ত সহমত পোষণ করে চলেছে। আরবী যাদের মাতৃভাষা, তাদের কেউই এর বিরোধী বা এর অস্বীকার করে নি। যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে "কামুল" "তাজুল উরুস" "সহা" একটি বড় পুস্তক "মসম্মা লিসানুল আরব" এভাবে সকল অভিধানের পুস্তক এবং আদব ও কবিগণের কবিতা, কাসিদাগারগণের কাসিদা মনোযোগ সহকারে দেখ.....আমরা তোমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবো, যদি তুমি এটিকে বেঠিক বলে প্রমাণ করতে পারো। অতএব তুমি মহানবী (সাঃ)-এর কালাম, জ্ঞানীদের জ্ঞানকে তার আসল অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেওনা। হে মিসকিন! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তার সম্পূর্ণতার মর্যাদার উপর সন্দেহ পোষণ করোনা যা আরব ও অনারবদের তুলনায় অধিক সম্মানীয় ও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য .....তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের খেয়াল করো না.....

(নুরুল হক, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৯৭)

সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, যখন থেকে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে কোন নবীর দাবির স্বপক্ষে এই নিদর্শন প্রকাশ পায় নি। আর যদি কেউ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আনতে পারে তাহলে তিনি (আঃ) তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, তোমরা কি পূর্বের যুগের এর কোন উদাহরণ উপস্থাপন করতে পার? কোন পুস্তকে কি অধ্যয়ন করেছ যে, একজন দাবিকারকের দাবির স্বপক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। যেমনটি এবার তোমরা দেখলে। অতএব যদি জানা থাকা তাহলে উল্লেখ কর, যদি করে দেখ তে পার তাহলে তোমাকে হাজার টাকায় পুরস্কৃত করা হবে। অতএব প্রমাণ কর এবং পুরস্কার নিয়ে যাও....আর যদি প্রমাণ না করতে পারো তা কখনোই পারবে না তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর যেটি অন্যায়কারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(নুরুল হক, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১১)

শদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! আমি আরও একটা ঐশী নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি আর তা হলো ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে নিদর্শন ও অলৌকিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছেন। যেগুলি তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

" ভবিষ্যদ্বাণী নবীগণের নিদর্শন ও মো'জেযা রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীর সমতূল্য কোন নিদর্শন নেই। তাই আল্লাহ্তা'লার নিকট হতে প্রত্যাদিষ্টগণকে তাঁদের ভষ্যিদ্বাণী দ্বারা চিহ্নিত করা আবশ্যক।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৬)

আল্লাহতা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছেন তাঁর রচিত 'তরিয়াকুল কুলুব' পুস্তকে ৭৫টি, 'নযুলে মসীহ্' পুস্তকে ১৫০টি, 'হাকীকাতুল ওহী' পুস্তকে ২০৮টি ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্তা'লার নিদর্শন, মো'জেযা এবং ঐশী সাহায্য রূপে উল্লেখ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন : "যদি আপনারা আমার 'নযুলে মসীহ্' পুস্তকটি দেখেন তাহলে জানতে পারবেন যে, আল্লাহ্তা'লা নিদর্শন দেখাতে কোন তারতম্য করেন নি। যেভাবে পৃথিবীর একটা বড় অংশ জলমগ্ন অনুরূপ ভাবে এই সিলসিলা আল্লাহ্র নিদর্শনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এমন কোন দিন অতিক্রান্ত হয় না যেদিন কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশ পায় না।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রুহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা বলেন : "আমি বলবো, ঈমানদারের জন্য একটা নিদর্শনই যথেষ্ট। এতেই তার অন্তর কেঁপে উঠে। কিন্তু এখানে একটি নয় বরং শত শত নিদর্শন বিদ্যমান এবং আমি উচ্চ স্বরে বলতে পারি যে, পরিমাণটা এত বেশি যে, তার পরিসংখ্যান সম্ভব নয়।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন ২০খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৭)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন আর তিনি (আঃ) আরও বলেন, বিরোধীরা অস্বীকারের পর অস্বীকার করে গেছে। 'মুদ' এর বিতর্ক সভায় মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী অতি নির্লজ্জের সহিত এই মিথ্যা বলে যে, মির্যা সাহেবের সকল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও সে আরও বহু মিথ্যা কথা বলে যার উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পুস্তক 'এযায আহ্মদী' রচনা করেন। মৌলবী সানাউল্লাহর মিথ্যার উত্তরে তিনি লেখেন :

"যদি (সানাউল্লাহ্) সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে যেন কাদিয়ানে এসে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে দেখায়, আর প্রত্যেক প্রমাণের পরিবর্তে একশত টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এমনকি যাতায়াতের খরচও আলাদাভাবে দেওয়া হবে।"

(এযায আহ্মদী, রুহানী খাযায়েন ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৮)

আমি 'নজুলুল মসীহ্' নামক পুস্তকে ১৫০টি ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেছি সেসব যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব আমার নিকট হতে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে যাক। এবং ঘরে ঘরে ভিক্ষা চাওয়া থেকে মুক্তি পাক, এমনকি আমি আরও কিছু ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ সহ ওনার সামনে উপস্থাপন করে দেব এবং উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একশত টাকা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে। বর্তান আমার মান্যকারীদের সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। সুতরাং যদি আমি মৌলবী সাহেবের জন্য আমার মুরীদদের নিকট হতে এক টাকা করেও সংগ্রহ করি সেক্ষত্রেও এক লাখ টাকা একত্রিত হয়ে যাবে। এই সমস্ত টাকা ওনাকে দান করা হবে। যে পরিস্থিতিতে সে এক দুই আনার জন্য ঘরে ঘরে বদনাম হচ্ছে এবং খোদাতা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে এবং মৃত দেহের কাফন অথবা ওয়ায ও নসীহতের টাকার মাধ্যমে জীবন যাপন করছে এমন পরিস্থিতিতে এক লাখ টাকা তার জন্য জান্নাত স্বরূপ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে আমার এই কথার দিকে দৃষ্টিপাত না করে এবং এই পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উক্ত শর্ত অনুযায়ী যদি সে কাদিয়ানে না আসে তাহলে তার উপর খোদাতা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হবে। আর এটি তার সেই ব্যবহারের কারণে হবে যা সে 'মূদ' নামক জায়গায় যুক্তি তর্কের সময় করেছিল, এমনকি তখন সে নির্লজ্জ ও মিথ্যা রটনা করেছিল।

(এযায এ আহমদী, রুহানী খাজায়েন ১৯তম খণ্ড , পৃষ্ঠা : ১৩২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন : "আমার এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যা পূর্ণতা লাভ করেনি। যদি কেউ খুঁজে খুঁজে মরেও যায় তবুও এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পাবে না, যা আমার মুখ থেকে বের হয়েছে আর তা পূর্ণতা লাভ করে নি। আমি উচ্চ স্বরে বলছি এধরনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা হাজার হাজার সংখ্যায় অতি উজ্জ্বলতার সহিত পূর্ণতা লাভ করেছে, লক্ষাধিক লোক যার সাক্ষ্য প্রমাণ দিচ্ছে। যদি সেসব উদাহরণ বিগত নবীগণের মাঝে সন্ধান করা যায় সেক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) ব্যতিরেকে অন্য কোন নবীর মাঝে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

(কিশতি এ নূহ্, রুহানী খাজায়েন ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬)

তিনি (আঃ) আরও বলেন, "যে হারে খোদাতা'লা আমার সাথে বাক্যালাপ করেছেন এবং যে হারে অদৃশ্যের সংবাদ আমার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে বিগত তেরো শত বছরে আমি ব্যতিরেকে কাউকেই এই নিয়ামত প্রদান করা হয় নি। যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে প্রমাণের মালা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাজায়েন ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৬)

তিনি (আঃ) আরও বলেন, "যদি সমগ্র জগতের জাতিরাও আমার মোকাবেলার জন্য একত্রিত হয়ে যায়

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 12 Dec , 2019 Issue No.50

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং যদি এর পরিপ্রেক্ষিতে এই পরীক্ষা করা হয় যে, খোদাতা'লা কাকে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেন এবং কার জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন তাহলে আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি জয়যুক্ত হব।

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাজায়েন ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮১)

"আমি আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বলছি, যদি সকল মৌলবী ও তাদের সহযোগী ও তাদের এলহামের দাবীকারকরা একত্রিত হয়ে এলহামের বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে জয়যুক্ত করবেন, কেননা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে (প্রেরিত এক মহা পুরুষ)।"

(আনযামে আথম, রুহানী খাযায়েন ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪১)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

আমি আরও একটি ঐশী সাহায্যের কথা উল্লেখ করছি। তা হল আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হতে তাঁর কোরআনের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন : "আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' পুস্তকে এই ইলহামের উল্লেখ আছে যে, : **'আর রহ্‌মান আল্লামাল কুরআন'** এই এলহামের বাস্তবায়নে আল্লাহতা'লা আমাকে কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন।.....আমাকে জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে সমুদ্রের ন্যায় পুরপূর্ণতা দান করেছেন। আর বারংবার এলহামের মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, এ যুগে তোমার থেকে অধিক আল্লাহর নৈকট্য ও আল্লাহর প্রেম কাউকেও প্রদান করা হয় নি।"

(যরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০২)

তিনি বলেন :

"আরও একটি ভষ্যিদ্বাণী নিদর্শন স্বরূপ এই যে,- **"আর রহ্‌মান রহ্‌মান আল্লামাল কুরআন"** এই আয়াতে আল্লাহ্ তাঁকে কোরআনের জ্ঞান দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রতিশ্রুতিকে এভাবে পূর্ণতা দান করেছেন যে, এখন অন্য কাহারো মাঝে কোরআনের জ্ঞানে প্রতিযোগীতার ক্ষমতা নেই। আমি সত্য সত্য বলছি যদি এই প্রদেশের সকল মৌলবীদের মধ্যে কোন একজনও কোরআনের জ্ঞানের বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে চায় তাহলে যে কোন সূরার ব্যাখ্যা আমি করলাম আর সেই একই সূরার ব্যাখা কোন বিরোধী মৌলবী যদি করে (আমার ব্যাখ্যার তুলনায়) তাহলে সে লজ্জিত হবে আর প্রতিযোগীতায় ব্যর্থ হবে। আর এজন্যই আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কেউ এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। অতএব এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন, কিন্তু তাদের জন্য যারা ন্যায় বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন ও বিশ্বাসী।"

(আনযামে আথম, রুহানী খাযায়েন ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটলবী নিষ্ঠুর ও বিবেচনাহীনভাবে জনসাধারণের মাঝে এই প্রচার করতে থাকে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোরআনের জ্ঞান ও আরবী ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। জনসাধারণকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে ও মহম্মদ হোসেন বাটালবীর মিথ্যাকে জনগণের সামনে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোরআনের ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রণ জানান কিন্তু মহম্মদ হোসেন বাটালবী বিভিন্ন বাহানাবাজি ও অবান্তর শর্ত রেখে প্রতিযোগীতা থেকে পলায়ন করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দ্বিতীয়বার তাকে আমন্ত্রণ জানান। যেন নিজ দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন। এজন্য তিনি (আঃ) পুস্তক "কেরামত সাদেকীন" অতি অল্প দিনের মধ্যে রচনা করে তা প্রকাশ করেন। যার মধ্যে তিনি সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা লেখেন এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রশংসায় ৬৬১ টি পংক্তি কবিতার আকারে লেখেন। এবং এর সমতুল্যের জন্য মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে বিশেষ করে এবং সকল মৌলবীদেরকে পুরো এক মাসের সময় দেন।

তিনি বলেন :

"যদি তৃতীয় পক্ষের সাক্ষীতে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তাদের কবিতা বা তাদের কোরআনের ব্যাখ্যা আমার কবিতা ও ব্যাখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট, তাহলে আমি নগদ এক হাজার টাকা তাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য থাকব, যে পুস্তকটি প্রকাশনার একমাসের মধ্যে এই সব কবিতা ও ব্যাখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবে।"

(কেরামত সাদেকীন, রুহানী খাযায়েন ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯)

তিনি বলেন :

"সেই সকল মৌলবী যাদের মাথার মধ্যে অহংকারের পোকা বিদ্যমান, আর যারা আমাকে বার বার দাবির সত্ত্বেও কাফের ও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করে এই প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রিত থাকছে সে দিল্লির বাসিন্দা হোক বা লক্ষ্ণৌ এর অথবা লাহোরের বা অন্য কোন শহরের.....এবার এদের লজ্জা শরমের পরীক্ষা, তারা যেন প্রতিযোগীতা করে আর অর্থ সংগ্রহ করে।"

(কেরামতে সাদেকীন, রুহানী খাযায়েন ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৩)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

এরপর তিনি পীর মেহের আলী শাহ্ গোলোড়ভি কে বিশেষ করে ও সকল আলেমগণকে লাহোরের একটি জলসায় কোরআন মজীদের চল্লিশটি আয়াতের আরবী ভাষায় ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মৌলবী পীর মেহের আলী সাহেব বিভিন্ন বাহানা করে পলায়ন করে এবং জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে বলে যে, সে প্রতিযোগীতার জন্য তৈরী ও প্রতিযোগীতা করতে সক্ষম।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

নবীদের কাজ বারংবার বিতর্কের সমাধান করে দেওয়া, যেন খোদাভীরুরা সঠিক পথ খুঁজে পান। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি এই প্রতিযোগীতার জন্য ৭০ দিন সময় দেন যে, এই নির্ধারিত দিনের মধ্যে তুমিও নিজের ঘরে বসে সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করো, আমিও প্রকাশ করি।

তিনি বলেন :

"তাদের অনুমতি আছে তারা এই কোরআনের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে পৃথিবীর যেকোন মৌলবীর সাহায্য নিতে পারে। আরব থেকে বিশেষজ্ঞদের ডাকুক, লাহোর ও অন্যান্য শহরে কর্মরত আরবীর প্রফেসারদের সাহায্যের জন্য ডাকতে পারে। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ সাল হতে ৭০ দিনের মধ্যে আমাদের উভয়ের জন্য সময় আছে।.....আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কোরআনের ব্যাখ্যা লেখার পর আরবের তিনজন ভাষাবিদ যদি বিরোধীদের ব্যাখ্যাকে আমার ব্যাখ্যার তুলনায় উত্তম বলে আখ্যা দেন তাহলে আমি তাকে ৫০০ টাকা নগদ দিয়ে দেব। শুধু তাই নয় বরং আমার সমস্ত পুস্তক পুড়িয়ে দিয়ে তাদের হাতে বয়আত করে নেব।

(আরবাঈন নম্বর ৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪৯)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "এযাযুল মসীহ্" নামক পুস্তকে আরবী ভাষায় সূরা ফাতেহার সুন্দর একটি তফসীর লিখে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু পীর মেহের আলী সাহেবের কিছুই প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"সুতরাং পীর সাহেবের নাম মেহের আলী নয় বরং 'মোহর' (স্টাম্প) আলী, কারণ তার এই অপারগতা পুস্তক 'এযাযুল মসীহ্' এর সত্যতায় মোহর মেরে দিয়েছে।"

(নযুলুল মসীহ্, রুহানী খাযায়েন ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২)

তিনি বলেন :

"আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার জীবন নিহিত, যে আমাকে কোরআন এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকল আত্মার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যদি কোন মৌলবী আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ ও হয় যেমনি আমি বারংবার কোরআনের ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাহলেও আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই লজ্জিত করতেন। তাই কোরআনের জ্ঞান যা আমাকে

এর পর ৯ পাতায়

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir